প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

সম্পাদক
মঈনুল আহসান সাবের

সহযোগী সম্পাদক
মারুফ রায়হান

উপ-সম্পাদক
ইমতিয়ার শামীম

সহকারী সম্পাদক
মনজুর শামস

প্রধান প্রতিবেদক
খোন্দকার তাজউদ্দিন

প্রতিবেদক
শানজিদ অর্ণব

প্রদায়ক
জেড এম সাদ, সাইমা ইসলাম তন্দ্রা

নিয়মিত লেখক
রাহনুমা শর্মী, ইসমাইল মাহমুদ
জুলফিয়া ইসলাম

ফটোসাংবাদিক
সুদীপ্ত সালাম

ইভেন্ট সমন্বয়কারী
সাশা মানসুর চৌধুরী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

প্রতিনিধি
মামুন রহমান দক্ষিণাঞ্চল
অপূর্ব শর্মা সিলেট
এস এম আজাদ চট্টগ্রাম
মাহমুদ হোসেন পিন্টু বগুড়া
মাহফুজ সুমন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ইয়াসমীন রীমা কুমিল্লা
শংকর লাল দাশ পটুয়াখালী
আবু জাফর সাবু রংপুর
সঞ্জয় সরকার নেত্রকোনা

গ্রাফিক এডিটর
হাবিবুর রহমান

এজিএম মার্কেটিং
সামিউল ইসলাম

যোগাযোগ
ডেইলি স্টার সেন্টার
৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম
অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স : ৯১৩১৯৪২, ৯১৩১৯৫৭,
৯১৩২০২৫, ফ্যাক্স : ৯১৩১৮৮২
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯১৩২১১৬
ই-মেইল :
info.shaptahik2000@gmail.com

দাম : ১০ টাকা

মাহফুজ আনাম
কর্তৃক মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে
প্রকাশিত ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ,
২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ ■ ১৩ জুন ২০১৪
বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৪

প্রচ্ছদ : হাবিবুর রহমান

আপনি আচরি ধর্ম এ আচরণ প্রত্যাশিত নয়

একেই বলে 'লেগে যা, লেগে যা– নারদ, নারদ' অবস্থা! এক বর্ষীয়ান রাজনীতিক ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন আরেক বর্ষীয়ান রাজনীতিক ও বর্তমান অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিতকে 'মানসিকভাবে অসুস্থ' বলেছেন। অর্থমন্ত্রী প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'তার কথার কোনো দাম নেই, তিনি একজন ব্যর্থ লোক।' আমরা আগেও দেখেছি, রাজনীতিক ও নীতিনির্ধারকরা এ-জাতীয় কথাবার্তা বলতে ভালবাসেন। তাদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত আবার সব সময়েই একটু এগিয়ে আছেন। সাংবাদিক থেকে শুরু করে প্রায় সবাই কোনো না কোনো সময় তার কটূক্তির শিকার হয়েছেন। ড. কামাল হোসেন অবশ্য কম কথার মানুষ। সম্প্রতি এক সভায় বেসিক ব্যাংক ও হলমার্কের কেলেঙ্কারি নিয়ে তিনি বলেছেন, 'হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হয়ে গেল, অথচ এই টাকার বিষয়ে কিছুই না বলে অর্থমন্ত্রী হিহি করে হাসেন!' এবং এ কারণে তাকে 'মানসিকভাবে অসুস্থ' বলতে দ্বিধা করেননি। অর্থমন্ত্রী যে এ বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি, তা তার মন্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট।

ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণে মানুষ একজন আরেকজনকে নিয়ে বিভিন্ন কথা বলতেই পারেন; কিন্তু সেই মানুষরা যদি হন দেশের রাজনীতিক ও নীতিনির্ধারক, তাহলে ক্ষোভের কথাতেও সুরুচির পরিচয় দিতে হয়, তাদের শ্লেষের মধ্যেও রসবোধ থাকতে হয়। আমাদের রাজনীতিকরা বেশিরভাগ সময়েই এমন ভঙ্গিতে কথা বলেন যে, মনে হয় তারা জনগণের সামনে কথা বলছেন না, কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে মন্তব্য করছেন না। জাতীয় সংসদের অধিবেশনেও আমাদের আইনপ্রণেতারা বিভিন্ন সময় এমন ভাষা ও ভঙ্গিতে কথা বলেন যে মনেই হয় না, কার্যপ্রণালী বিধি-২৭০ বলে কোনো কিছু আছে– যে-বিধি অনুসারে কোনো সংসদ সদস্য কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতে পারেন না বা কারো সম্পর্কে অশ্লীল কটু মন্তব্য করতে পারেন না। এসব কথা সংবাদপত্রে এমনকি ব্র্যাকেটবন্দি করে অথবা ঊর্ধ্বকমার মধ্যে রেখেও ছাপানো সম্ভব নয়।

যারা দেশ ও জনগণকে পরিচালনা করেন তাদের কাছ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে আমরা একদমই আগ্রহী নই। এ ধরনের চর্চা দেশ ও জনগণের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে বলেও আমরা মনে করি না। আমরা প্রত্যাশা করি, দায়িত্বশীল আচরণের মধ্য দিয়ে তারা দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেবেন।